Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তোহফাতুল মাসুক

রোলঃ 228020053

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তোহফাতুল মাসুক

রোলঃ 228020053

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ অহংকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তোহফাতুল মাসুক, আইডিঃ 228020053 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অহংকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তোহফাতুল মাসুক

আইডিঃ 228020053

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

1.ভূমিকা:

1.1তাকাব্বুর বা অহংকার (আরবি: كِبْرٌ / تَكَبُّر) কী?

অহংকার’ শব্দের সংজ্ঞা (আরবি: كِبْرٌ / تَكَبُّر)অহংকার শব্দের অর্থ অহমিকা, আমিত্ব, গর্ব, দর্প, দম্ভ, বড়াই, নিজেকে বড় ভাবা ইত্যাদি ।তাকাব্বুর (تَكَبُّر) আরবি শব্দ, যার বাংলা অর্থ হলো অহংকার করা, নিজেকে বড় মনে করা, বা অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। এটি এমন এক মনোভাব, যেখানে মানুষ মনে করে সে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অন্যরা তুচ্ছ ও নিচু।কোনো বিষয়ে নিজেকে বড় মনে করে অন্য মানুষকে তুচ্ছ মনে করার নামই অহংকার। শক্তিতে, সামর্থ্য, বয়সে, অভিজ্ঞতায় ত্রিশ বছরের যুবক যতটা সমৃদ্ধ, বার বছরের একটি ছেলে তো সবক্ষেত্রেই তার তুলনায় হবে রিক্তহস্ত। তার ছোট হওয়া এবং তাকে ছোট মনে করা এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। বাস্তবেই যে ছোট তাকে ছোট মনে করা অহংকার নয়। বরং অহংকার হচ্ছে, সে ছোট বলে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।কাড়ি কাড়ি টাকা যার ব্যাংক একাউন্টে সঞ্চিত, সে তো যে দিন এনে দিন খায় তাকে
অর্থবিত্তে ছোট মনে করতেই পারে। এটা অহংকার নয়। অহংকার হচ্ছে তাকে তাচ্ছিল্য করা, গরীব বলে তাকে হেয় করা।

1.2 তাকাব্বুর বা অহংকারের রূপ:

১. নিজের ধন-সম্পদ, বিদ্যা, গঠন বা বংশ নিয়ে গর্ব করা।

২. মানুষকে অবজ্ঞা করে কথা বলা বা আচরণ করা।

৩. উপদেশ গ্রহণে অনীহা দেখানো।

৪. সত্য কথা মানতে অস্বীকার করা।

তাকাব্বুর (تَكَبُّر) শব্দটির উৎপত্তি এবং ইসলামে এর অর্থ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

1.3 তাকাব্বুর শব্দটির উৎপত্তি:

তাকাব্বুর শব্দটি আরবি "কিবর" (كِبْر) ধাতু থেকে উদ্ভূত। "কিবর" অর্থ অহংকার বা গর্ব, আর "তাকাব্বুর" অর্থ নিজেকে বড় মনে করা বা অহংকার প্রকাশ করা। এটি "তাফাআুল" বাচক মাসদার, যার মধ্যে কৃত্রিমতা ও উদ্দেশ্যপ্রসূত আচরণ প্রকাশ পায়।

1.4 ইসলামে তাকাব্বুর বা কিবর এর অর্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামে তাকাব্বুর বা অহংকারকে অত্যন্ত নিন্দনীয় গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।অহংকার বা **তাকাব্বুর** এমন একটি নৈতিক ব্যাধি, যা মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে এবং সমাজে অনাচার সৃষ্টি করে। ইসলামে অহংকারকে মারাত্মক গুনাহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এবং নবী মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন হাদীসে অহংকার থেকে দূরে থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

1.5 কুরআনের আলোকে অহংকার (অহংকারের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ):

ইসলামী পরিভাষায় অহংকার (আরবি: تكبر – ‘তাকাব্বুর’) বলতে বোঝানো হয়: নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা, অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং আল্লাহর বিধান বা সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো।

রাসূল (সা.) বলেন:

“অহংকার হলো সত্য অস্বীকার করা এবং মানুষকে হেয়জ্ঞান করা।”
— *সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯১*

1.6 অহংকারের মূল উপাদান:

- আত্মগরিমা (self-pride)

- শ্রেষ্ঠত্ববোধ
- অন্যকে তুচ্ছ করা
- আল্লাহর আদেশ অমান্য করা

1.7 কুরআনের দৃষ্টিতে অহংকার:

অহংকার সম্পর্কে আল্লাহর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উক্তি (আয়াত):

সূরা নাহল: ২৩

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

১. সূরা লুকমান ৩১:১৮

"তুমি মানুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং জমিনে অহংকারভরে চলাফেরা কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো গর্বিত অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না।"

- এখানে অহংকারকে মানসিক, সামাজিক ও আচরণগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

২. সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৪৬

"আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সেইসব লোককে ফিরিয়ে দেব, যারা পৃথিবীতে অহংকার করে অন্যায়ভাবে।"

- আল্লাহর হেদায়েত থেকেও বঞ্চিত হয় অহংকারী ব্যক্তি। কারণ, তাদের হৃদয় হক গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

৩. সূরা আন-নাহল ১৬:২৩

"নিশ্চয়ই আল্লাহ গর্বিত অহংকারীদের ভালোবাসেন না।"

- এই আয়াতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অহংকারী মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত।

৪. সূরা গাফির ৪০:৩৫

“তারা অহংকার করে এমন বিষয়ে, যার কোনো জ্ঞান তাদের নেই।”

- অহংকারের মূল হলো অজ্ঞতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

৫. শয়তানের অহংকার – সূরা আল-আ‘রাফ ৭:১২

ইবলীস বলেছিল:

“আমি তার চেয়ে উত্তম, আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।”

- ইতিহাসে অহংকারের প্রথম শিকার ছিল ইবলীস। সে অহংকার করেই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল। ফলে সে চিরস্থায়ী অভিশপ্ত হয়েছে।

1.8 হাদীসের আলোকে অহংকার (تَكَبُّر / Takabbur) এর সংজ্ঞা:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ - أَوْ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ - وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَقَالَ: «أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ» ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ: آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً لَقَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ؟ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ، لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: «سَفَهُ الْحَقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ» [ص: 193]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন বনভূমি থেকে সীজান (এক প্রকার মাছ) রং-এর জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি এসে নবী (সাঃ) -এর মাথার কাছে দাঁড়ালো এবং বললো, তোমাদের সাথী প্রত্যেক আরোহীকে অবদমিত করেছে বা আরোহীদেরকে অবদমিত করার সংকল্প করেছে এবং প্রত্যেক রাখালকে সমুন্নত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জুব্বার হাতা ধরে বলেনঃ আমি কি তোমাকে নির্বোধের পোশাক পরিহিত দেখছি না? অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আবু দাউদ)-এর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত হলে তিনি তাঁর পুত্রকে বলেনঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে দুটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি বিষয় নিষেধ করছি। আমি তোমাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননাসাঈ, সাত আসমান ও সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় এবং অপর পাল্লায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" তোলা হয়, তবে সেই তাওহীদের পাল্লাই ভারী হবে। সাত আসমান ও সাত জমিন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, তবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এবং "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী" তা চুরমার করে দিবে। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর নামায এবং সকলেই এর বদৌলতে রিযিক লাভ করে থাকে। আর আমি তোমাকে বারণ করছি শিরক এবং অহংকারে লিপ্ত হতে। আমি বললাম অথবা বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিরক তো আমরা বুঝলাম, তবে অহংকার কি? আমাদের মধ্যকার কারো যদি কারুকার্য খচিত চাদর থাকে, আর তা পরিধান করে? তিনি বলেনঃ না। সে আবার বললো, যদি আমাদের কারো সুন্দর ফিতাযুক্ত সুন্দর একজোড়া জুতা থাকে? তিনি বলেনঃ না। সে পুনরায় বললো, যদি আমাদের কারো আরোহণের একটি জন্তুযান থাকে? তিনি বলেনঃ না। সে বললো, যদি আমাদের কারো বন্ধু-বান্ধব থাকে এবং তারা তার সাথে ওঠা-বসাও করে (তবে তা কি অহংকার হবে)? তিনি বলেনঃ না। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে অহংকার কি? তিনি বলেনঃ সত্য থেকে বিমুখ থাকা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। (আহমাদ, নাসাঈ, বাযযার, হাকিম, হিব্বান, তাহাবী)

সহিহ মুসলিম : ১৬৬

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

" لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " . قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ " .

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এ –ও কি অহংকার? রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।' [৪১] (ই.ফা. ১৬৭; ই.সে. ১৭৩)

[৪১] কেউ যদি সুন্দর পোশাক পরিধান করে, আর সুন্দর জুতা পরিধান করে এটা শারী'আত সম্মত তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

রিয়াদুস সলেহিন : ৬২৫

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنهقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنفْسِهِ حَتّىٰ يُكْتَبَ فِي الجَبَّارِيْنَ، فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ » رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن .

সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি অহংকারবশত নিজকে বড় মনে করে লোকজনকে উপেক্ষা করে চলতে থাকে। পরিশেষে অহংকারী ও উদ্ধতদের মধ্যে তার নাম লিখা হয়, তারপর সে অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের বিপদে পতিত হয়।

(তিরমিযি) হাদীসটি যঈফ। সিলসিলাহ যয়ী

2nd chapter

2. প্রথম অহংকারের ইতিহাস:

অহংকার হচ্ছে সকল পাপের মূল। একে আরবীতে বলা হয় ‘উম্মুল আমরায-সকল রোগের জননী’। বরং বলা যায়, এ জগতের প্রথম পাপই হচ্ছে অহংকার। সৃষ্টিজগতের প্রথম মানব আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের আদেশ করেছিলেন-তোমরা আদমকে সিজদা কর। এই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তাআলা যখন ফেরেশতাদেরকে তাঁর মানব-সৃষ্টির ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিল-আপনি আমাদেরকে রেখে এমন কোনো জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা নৈরাজ্য ঘটাবে, একে অন্যের রক্ত ঝরাবে, অথচ আমরা তো আপনার সার্বক্ষণিক ইবাদতে মগ্ন! মনে মনে তারা এও ভেবেছিল-আল্লাহ তাআলা কিছুতেই এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন না, যে আমাদের চেয়ে বেশি জানে এবং তাঁর নিকট আমাদের তুলনায় অধিক সম্মানিত হবে। এসবের পরও ফেরেশতাদেরকে যখন আল্লাহ বললেন, তোমরা আদমকে সিজদা কর, সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। এই তো ফেরেশতাদের পরিচয়-
তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা-ই করে। কিন্তু ফেরেশতাদের মাঝে বেড়ে ওঠা শয়তান মাটি আর আগুনের যুক্তি হাজির করল। সে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাল। পাক কুরআনের ভাষায়-

اَبٰی وَ اسۡتَکۡبَرَ وَ کَانَ مِنَ الۡکٰفِرِیۡنَ.َ

সে অস্বীকৃতি জানাল এবং অহংকার করল। আর সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা বাকারা (২) : ৩৪ এই হল প্রথম অহংকারের ইতিহাস। কুরআনে কারীমে বর্ণিত প্রথম পাপের বিবরণ। এ পাপের দরুণ শয়তান অভিশপ্ত হল, জান্নাত থেকে বিতাড়িত হল, মানুষের শত্রুতার ঘোষণা দিয়ে পৃথিবীতে এল। কত শক্ত শপথ সেদিন সে করেছিল-

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো।

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।

সে বলল, আপনি যেহেতু আমাকে পথচ্যুত করেছেন তাই আমি অবশ্যই তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনের 3 দিক থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। -সূরা আ'রাফ (৭) : **১৬-১৭** এই যে শয়তানের শপথ এবং এ শপথের শক্তিতে সে বিভ্রান্ত ও পথহারা করে যাচ্ছে বনী আদমকে, এর মূলে তো সেই অহংকার। অহংকার তাই বিবেচিত হয় সবচেয়ে ভয়ংকর আত্মিক রোগ হিসেবে। বর্তমান সময়ের একটি ভয়ংকর রোগ হচ্ছে ক্যান্সার। এ রোগ কিছুদিন মানুষের শরীরে লুকিয়ে থেকে একসময় প্রকাশ পায়। রোগ প্রকাশ পাওয়া, রোগীর শরীরে বিভিন্ন আলামত ফুটে ওঠাও এক প্রকার নিআমত। কারণ এর মাধ্যমেই রোগীর চিকিৎসার পথ উন্মোচিত হয়। কিন্তু অহংকার রোগটি এমন, মানুষ মনেই করে না-তার মধ্যে অহংকার আছে। রোগের অনুভূতিই যখন না থাকে তখন এর চিকিৎসার কথা ভাববে কে?

3rd chpter

3. অহংকার (তাকাব্বুর) সম্পর্কে আল্লাহর বাণী এবং তার ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হলো:

অহংকার নিয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বেশ কিছু স্থানে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। নিচে অহংকার (তাকাব্বুর) সম্পর্কে আল্লাহর বাণী এবং তার ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হলো:

3.1. সূরা আন-নাহল (১৬:২৩)

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) জানেন যা তারা গোপনে রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ জানেন মানুষের অন্তরের কথাও। যারা অহংকার করে, গোপনে বা প্রকাশ্যে নিজেদের বড় মনে করে, তাদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা রয়েছে। এমন গুণধারীরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

3.2 সূরা আ'রাফ (৭:১৪৬)

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বেখবর রয়ে গেছে

ব্যাখ্যা:অহংকার মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। যারা গর্ব ও অহংকারে অন্ধ, আল্লাহ তাদের হৃদয় বন্ধ করে দেন, ফলে তারা হিদায়াত লাভ করতে পারে না।

3.3 সূরা গাফির (৪০:৩৫)

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের একজন আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন। যারা অহংকার করে এমন কিছু নিয়ে, যার কোন প্রমাণ নেই, তাদের হৃদয়ে মহাকর্ষ (বড়ত্ব) ছাড়া আর কিছুই নেই। অতএব, আল্লাহ তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেবেন।

ব্যাখ্যা: অনেকে অহেতুক নিজেদের বড় মনে করে, অথচ তাদের কোনো বাস্তব গুণ বা প্রমাণ থাকে না। এ ধরণের অহংকারী মানুষের জন্য রয়েছে অপমান ও শাস্তি।

3.4. সূরা লুকমান (৩১:১৮)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

তাফসীর (ব্যাখ্যা): এই আয়াতে হযরত লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও আমাদের জন্য এক শিক্ষনীয় নির্দেশনা।

"তোমার গাল বাঁকিয়ে রেখো না"

- এর অর্থ: মানুষের প্রতি অবজ্ঞা, অহংকার বা তুচ্ছ ভাব প্রকাশ করো না।

- মুখ বাঁকিয়ে কথা বলা, তাচ্ছিল্যভরে তাকানো বা অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করা ইসলামিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

"পৃথিবীতে দম্ভভরে চলাফেরা কোরো না"

- অহংকার ও আত্মগর্ব নিয়ে হেঁটে বেড়ানো ইসলামে নিন্দিত।

- হাদীসে এসেছে, যারা গর্বভরে হাঁটে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন ছোট করে তোলা হবে (সহীহ মুসলিম)।

"আল্লাহ গর্বিত অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না"

- যেসব মানুষ নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবে এবং অহংকারে মত্ত থাকে, আল্লাহ তাদের অপছন্দ করেন।

- এই আয়াতে এমন গুণের প্রতি সরাসরি সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

তাফসীরকারদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে (সংক্ষেপে):

- **তাফসীর ইবনে কাসীর:** এখানে গাল বাঁকিয়ে রাখা মানে হলো, মানুষকে অবজ্ঞা করা। দম্ভভরে চলাফেরা অর্থ হলো, অহংকারপূর্ণ আচরণ। এই সবই আল্লাহর অপছন্দনীয় গুণ।

- **তাফসীর আল-জালালাইন:** নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিনয়ী ও নম্র আচরণের প্রতি এবং অহংকার থেকে দূরে থাকার জন্য।

- **মাআরিফুল কুরআন (মুফতি শফি):** এই আয়াত ইসলামের সৌজন্যবোধ এবং সামাজিক নীতিমালার ভিত্তি নির্মাণ করে।

এই আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে অহংকার আল্লাহর সবচেয়ে অপছন্দনীয় গুণগুলোর একটি, এবং এটি জান্নাতের অন্তরায়।অহংকার মানুষের ঈমান ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণে ইবলিস জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়। তাই একজন প্রকৃত মুসলমানের উচিত নিজেকে সবসময় বিনয়ী রাখা এবং আল্লাহর কাছে নম্র হওয়া।

4th chapter

4.অহংকার (কিবর) এর প্রকারভেদ :

ইসলামে অহংকার বা কিবরকে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং নিন্দনীয় গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এবং হাদীসে অহংকারীদের কঠোর সতর্কতা দিয়েছেন। অহংকার সাধারণত মানুষের নিজেকে অন্যদের থেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করার প্রবণতা।

কিবর বা অহংকারের প্রকারভেদ:

4.1. আধ্যাত্মিক কিবর:

নিজেকে আল্লাহর সামনে মহান বা অন্যদের চেয়ে আধ্যাত্মিকভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করা।

উদাহরণ: ফির'উনের অহংকার - তিনি নিজেকে আল্লাহর সমতুল্য বা আল্লাহর উপরে তুলেছিলেন।

কুরআন সুরা ফুসসিলাত [41:29]:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়

4.2. জ্ঞানীয় কিবর :

নিজের জ্ঞানকে অন্যদের চেয়ে বেশি গর্ব করা, বিশেষ করে যখন সত্যের বিরুদ্ধ হয়।

উদাহরণ:

কুরআনে কিবর দেখানো হয়েছিল যারা নবীদের কথা অস্বীকার করত, তাদের মধ্যে জ্ঞানীয় অহংকার ছিল।

হাদীস:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْىِ " . قَالَ مُوسَى " وَالْفَخْرِ " .

জাবির ইবনু আতীক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেনঃ আল্লাহ এক প্রকার আত্মমর্যাদা পছন্দ করেন, এবং আরেক প্রকার আত্মমর্যাদা তিনি ঘৃণা করেন। মহান আল্লাহ যেটা পছন্দ করেন তা হলো, সন্দেহজনক বিষয় বর্জনের আত্মসম্মানবোধ। সন্দেহজনক বিষয় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ প্রদর্শনকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। অনুরূপভাবে, এক প্রকার অহংকার প্রদর্শনকে আল্লাহ অপছন্দ করেন, আর এক প্রকার অহংকারকে পছন্দ করেন। আল্লাহ যে অহংকার প্রদর্শন পছন্দ করেন তা হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় অহংকার প্রদর্শন করা (যেন দুশমন ভয় পায়) এবং সদাক্বাহ্ দেয়ার সময় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করা। মহান আল্লাহ যেরূপ অহংকারকে ঘৃণা করেন তা হলো, যুলুম-অত্যাচার ও বিদ্রোহমূলক কাজে অহংকার প্রদর্শন করা। বর্ণনাকারী মূসা স্বীয় বর্ণনায় খুয়ালা শব্দের পর ফাখর (অহংকার) শব্দ উল্লেখ করেছেন।

4.3 শারীরিক কিবর :

নিজের রূপ, চেহারা বা দেহের গঠন নিয়ে অহংকার করা।

উদাহরণ:

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

সূরা লুকমান [31:18]:

"তোমার চোখকে ঘুমিয়ে পড়া থেকে বিরত রেখো, এবং কিবর-অহংকারের সাথে মানুষে হাঁটো না।"

4.4 সামাজিক বা পারিবারিক কিবর

নিজের জাত, বংশ বা সামাজিক অবস্থানের কারণে অন্যদের উপরে ভাবা।

উদাহরণ:

হাদীসে এসেছে,

সহিহ মুসলিম : ১৬৬

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " . قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ " .

‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এ –ও কি অহংকার? রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।’ [৪১] (ই.ফা. ১৬৭; ই.সে. ১৭৩)

[৪১] কেউ যদি সুন্দর পোশাক পরিধান করে, আর সুন্দর জুতা পরিধান করে এটা শারী’আত সম্মত তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

রিয়াদুস সলেহিন : ৬২৫

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنهقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنفْسِهِ حَتّىٰ يُكْتَبَ فِي الجَبَّارِيْنَ، فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ » رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن .

সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া’ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি অহংকারবশত নিজকে বড় মনে করে লোকজনকে উপেক্ষা করে চলতে থাকে। পরিশেষে অহংকারী ও উদ্ধতদের মধ্যে তার নাম লিখা হয়, তারপর সে অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের বিপদে পতিত হয়।

(তিরমিযি) হাদীসটি যঈফ। সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৯১৪নং)

4.5 অর্থনৈতিক কিবর

ধন-সম্পদ নিয়ে অহংকার।

উদাহরণ:

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

সূরা ক্বসাস [28:76]:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

কারুন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না।

4.6 নৈতিক কিবর

নিজেকে নৈতিকভাবে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা।

উদাহরণ:

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেরাই নিজেদের সৎ বলে মনে করে, অথচ তারা অন্যায় কাজ করে।"

Chapter 5

অধ্যায় 5 অহংকারের উৎস ও কারণ:

ইসলাম ধর্মে অহংকারকে অন্তরের এক মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অহংকার শুধু আচরণগত নয়, বরং এটি আত্মার একটি রোগ। এর উৎস হতে পারে ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা, অর্জন বা মানসিক গর্ববোধ। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী অহংকারের উৎস খুঁজে বের করে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন নিয়ামত বা অনুগ্রহকে কেন্দ্র করে অহংকারে লিপ্ত হয়। অথচ এই নিয়ামতগুলো একান্তই আল্লাহর দান — মানুষ নিজের যোগ্যতায় এসব অর্জন করেনি।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন রকমের যোগ্যতা, গুণ, মর্যাদা ও সম্পদের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন। কেউ যদি সুন্দর চেহারা পায়, তবে সেটিও আল্লাহর পক্ষ থেকেই পাওয়া। কিন্তু কেউ কেউ এই সৌন্দর্যকে ঘিরে অহংকার করে বসে। একইভাবে, কেউ যদি ধন-সম্পদের অধিকারী হয়, সে-ও অনেক সময় ভাবে যে এ সম্পদ তার নিজের যোগ্যতার ফল, ফলে সে সম্পদ নিয়ে অহংকার করতে শুরু করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে, সম্পদের মালিক আল্লাহ, এবং আল্লাহ চাইলে মুহূর্তেই তা কেড়ে নিতে পারেন।

এভাবেই প্রত্যেক মানুষ একেকটি বিষয় নিয়ে অহংকারে লিপ্ত হতে পারে — কেউ সৌন্দর্য নিয়ে, কেউ বংশগৌরব নিয়ে, কেউ জ্ঞান নিয়ে, আবার কেউ বিত্ত-বৈভব নিয়ে।

5.1 সম্পদ ও বিত্ত

অনেক সময় সম্পদের কারণে মানুষ নিজেকে বড় মনে করে এবং গরিবদের অবজ্ঞা করে।

কারুন কুরআনে এমন এক চরিত্র যিনি নিজের ধনসম্পদের গর্বে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

"এই ধন আমি আমার নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জন করেছি।" (সূরা কাসাস: ৭৮) কিন্তু আল্লাহ তাকে তাঁর ধন-সম্পদসহ ধ্বংস করেন।

অনেক মানুষ আল্লাহর দেওয়া সম্পদ ও মদদ (সহায়তা) ভুলে গিয়ে অহংকারে লিপ্ত হয়। তারা মনে করে, যেসব ধন-সম্পদ, সম্মান বা মর্যাদা তারা অর্জন করেছে — তা তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা পরিশ্রমের ফল।
তারা এই ভুল ধারণায় ভোগে যে, এই সম্পদ ও সাফল্য শুধুই তাদের মেধা, দক্ষতা বা প্রচেষ্টার কারণে এসেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে, **আল্লাহই এই সকল নিয়ামতের প্রকৃত দাতা**। তিনি চাইলেই তা দিতে পারেন এবং চাইলে কেড়ে নিতেও পারেন।
আল্লাহ কুরআনে বলেন:
"তারা মনে করে, যা কিছু তাদের দেওয়া হয়েছে, তা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার কারণে। অথচ এগুলো তো এক পরীক্ষামাত্র।"
— *সূরা যুমার ৩৯:৪৯ এর মর্মার্থ*
সুতরাং মানুষ ধন-সম্পদের মালিক নয় — বরং এসব আল্লাহর দান, যেগুলো দিয়ে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা ছাড়া কেউ কিছুই অর্জন করতে পারে না।

5.2 বংশ, গোষ্ঠী বা জাতিগত গর্ব
বংশগৌরব ও জাতিগত অহংকার ইসলামে নিন্দিত।

নবী (সা.) বলেন:

"আল্লাহ তোমাদের বংশগৌরব ও পূর্বপুরুষের অহংকার দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম সৃষ্টি হয়েছিলেন মাটি থেকে।"

(তিরমিযী: ৩৮৯০)

অনেক মানুষ নিজেদের উচ্চ শ্রেণিভুক্ত বা সম্ভ্রান্ত বংশের মনে করে অহংকারে ভোগে এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করে। তারা সাধারণ মানুষের সাথে সহাবস্থান করতে চায় না, এমনকি মানুষকে ঘৃণা করে। অনেক সময় এমন আচরণ তাদের মুখের ভাষাতেও প্রকাশ পায়। তারা বলে— "তুমি কে? তোমার পিতা কে? তুমি আমার মতো উচ্চ বংশের মানুষের সঙ্গে সমান হওয়ার সাহস পাও কেমন করে?!"

ইসলামের দৃষ্টিতে কারো বংশ বা শ্রেণিগত পরিচয় তার মর্যাদা নির্ধারণ করে না। বরং তাকওয়াই হলো প্রকৃত মানদণ্ড। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এক সাহাবী হজরত বেলাল (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) ছিলেন একজন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। অথচ ঈমান ও তাকওয়ার কারণে তিনি এত সম্মান লাভ করেন যে, সাহাবী হজরত উমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) তাকে বলতেন:

“আবু বকর (রাঃ) আমাদের সর্দার এবং তিনিই আমাদের সর্দার বেলালকে মুক্ত করেছেন।”

(মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস 5787)

একবার সাহাবী আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) তার এক দাসকে তার মা সম্পর্কে বিদ্রূপ করে কথা বলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"তুমি কি তাকে তার মায়ের কারণে নিন্দা করেছ? তুমি এখনো জাহেলিয়াতের আচরণ করছো!"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস 1661)

আবূ যার (রাঃ) বলেন, “আমি তখনও একজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলাম, তবুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত (অজ্ঞতার যুগের গর্ব) রয়ে গেছে।’”

তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে শিখিয়েছেন যে, সে আমার ভাই। আল্লাহ তাকে আমার অধীনস্থ না করে বরং আমার ভাই বানিয়েছেন। সে যদি আমার চেয়ে বেশি তাকওয়াবান হয়, তাহলে সে আমাকেই ছাড়িয়ে যাবে।

ইমাম ইবনু হাজার (রহ.) বলেন, "রাসূল (সা.) যখন বলেন: ‘সে তোমার ভাই’, এর অর্থ হলো— সে তোমার অধীনস্থ কর্মচারী হলেও সম্মানে সে মুসলিম ভাই। কাজেই

তাকে তাচ্ছিল্য করা, দাস বলে গালি দেওয়া বা নিচু শ্রেণির মনে করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ।"

ইসলাম মানুষকে সামাজিক শ্রেণিভেদের ভিত্তিতে নয়, বরং তাকওয়ার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে। কুরআন বলছে:

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।"

[সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩]

মূল শিক্ষা:

- বংশ, গোত্র, শ্রেণি বা জাতিগর্ব ইসলামে কঠোরভাবে নিন্দিত।
- ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র মর্যাদার মানদণ্ড হলো তাকওয়া।
- কোনো মুসলিমকে তার পেশা, দাসত্ব, বা জাতিগত পরিচয়ের কারণে অপমান করা হারাম ও জাহেলিয়াতের আচরণ।

5.3 বিদ্যা বা জ্ঞান :

অহংকার মানুষের চারিত্রিক এক মারাত্মক ব্যাধি, যার অন্যতম উৎস হতে পারে ইলম বা জ্ঞান। অনেক সময় মানুষ যখন কোনো বিষয়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করে এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ ভাবতে থাকে। এতে করে তার অন্তরে অহংকার জন্ম নেয়।

আলিম, উলামা, তাবেইন এবং সালাফে সালেহিনগণ সবসময় সতর্ক করতেন — যেন জ্ঞান অহংকারে পরিণত না হয়। বরং তারা বলতেন,

"যে যত বেশি ইলম অর্জন করে, সে তত বেশি আল্লাহভীরু ও বিনয়ী হয়।"

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

“যে ব্যক্তি অহংকারের পরিমাণ এক অণু পরিমাণ রাখে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”
— সহীহ মুসলিম: ৯১

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমাদেরকে জ্ঞান অতি সামান্যই দেওয়া হয়েছে।"
— সূরা ইসরা, আয়াত: ৮৫

অতএব, ইলম বা জ্ঞান হওয়া উচিত আত্মবিশ্লেষণ, বিনয় ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। যে ইলম মানুষকে আল্লাহর কাছে নত করে না, তা কেবল অহংকারের উপাদান হয়ে দাঁড়ায় এবং আখিরাতে ধ্বংস ডেকে আনে। কেউ কেউ জ্ঞান, শিক্ষা বা ধর্মীয় ইলম অর্জন করে অহংকারী হয়ে পড়ে। অথচ প্রকৃত আলেম বিনয়ী হয়।

নবী (সা.) বলেন:
“তিন ধরণের ব্যক্তি সর্বপ্রথম জাহান্নামে যাবে... তাদের মধ্যে একজন হবে, যে ইলম শিখেছে রিয়া (লোক দেখানো) উদ্দেশ্যে।” (সহীহ মুসলিম)

5.4 সৌন্দর্য ও বাহ্যিক চেহারা

সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব অনেককে অহংকারে ফেলে দেয়। কিন্তু এটি একটি অস্থায়ী নিয়ামত মাত্র।

নবী (সা.) বলেন:

"আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন; কিন্তু অহংকারকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সহীহ মুসলিম)

5.5 ইবাদত নিয়ে গর্ব (আত্মগর্ব/উজুব)

কোনো কোনো ব্যক্তি ইবাদতে অগ্রসর হয়ে অন্যদের তুচ্ছ মনে করে।

ইবলীস আল্লাহর বহু বছর ইবাদত করেছে, কিন্তু আদম (আ.)-এর প্রতি অহংকার করে সে ধ্বংস হয়।

5.6 সমাজ বা ক্ষমতার অবস্থান

নেতৃত্ব, পদমর্যাদা বা প্রভাবশালীতার কারণে অনেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

নবী (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি প্রজাদের ওপর অহংকার করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় উত্থিত করবেন।" (আবু দাউদ)

অহংকারের উৎসগুলো হলো মানুষের মধ্যকার পরীক্ষাস্বরূপ প্রাপ্ত নিয়ামতগুলো – সম্পদ, জ্ঞান, বংশ, সৌন্দর্য ইত্যাদি। কিন্তু ইসলাম শেখায় যে, এ সবকিছু আল্লাহর দান, এবং মানুষকে উচিত এর জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া, গর্বিত নয়।

Chapter 6

6. অহংকারের পরিণতি:

অহংকারের পরিণতি খুবই ভয়াবহ — কুরআন, হাদীস, এবং বড় বড় ইসলামী মনীষীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী।

6.1 আল্লাহর অভিশাপ:

• আল্লাহ অহংকারকারীদের অভিশপ্ত (লানতপ্রাপ্ত) করেন।

• যেমন ইবলিস — অহংকার করার কারণে চিরকালীন লানতের শিকার হয়েছে।নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারকারী এবং দাম্ভিক ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

(সূরা নিসা ৪:৩৬)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে
সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্নীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।

6.2 জান্নাত হারাম হয়ে যায়

• অহংকারীর জন্য জান্নাত হারাম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯১)

6.3 অন্তর অন্ধ হয়ে যায়

- অহংকার অন্তরকে গর্ব, অন্ধত্ব, ও সত্য অস্বীকারের দিকে ঠেলে দেয়।

- অহংকারী ব্যক্তি হক কথা শুনলেও তা গ্রহণ করতে পারে না।

আমি শীঘ্রই তাদের অন্তর উল্টে দেব যারা অহংকার করে পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে।(সূরা আরাফ ৭:১৪৬)

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বেখবর রয়ে গেছে।

6.4 মানুষের মধ্যে ঘৃণিত হয়

- অহংকারী মানুষ সমাজে ঘৃণিত হয়ে পড়ে।
- মানুষ অহংকারীকে পছন্দ করে না; আল্লাহও না।

6.5 আল্লাহ তার মর্যাদা নীচে নামিয়ে দেন

- কেউ অহংকার করলে, আল্লাহ তাকে নীচে নামিয়ে দেন।

হাদীস:

আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দেন। আর যে অহংকার করে,

আল্লাহ তাকে নিচে নামিয়ে দেন।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৮)

6.6 জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া

- অহংকারের পরিণতি হলো — জাহান্নাম।

জাহান্নাম হলো সেই অহংকারীদের জন্য।

َادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِين

প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্যে। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল।

(সূরা গাফির ৪০:৭৬)

Chapter 7

7. কুরআনে bornito অহংকারের উদাহরণ ও ব্যাখ্যা,পরিণতি

7.1 ইবলিসের অহংকার – আদম (আ.) কে সেজদা না করা

আয়াত:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

আল্লাহ বললেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বললঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ট। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। সে (ইবলিস) বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্ট করেছ মাটি থেকে।

— সূরা আল-আ'রাফ: **১২**

ব্যাখ্যা:

ইবলিস অহংকার করে আদম (আ.)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করে। সে নিজের সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠতা নিয়ে গর্ব করেছিল। এর ফলে সে চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং অভিশপ্ত হয়।

7.2 ফিরআউনের অহংকার – নিজেকে প্রভু দাবি করা

আয়াত:

— সূরা আন-নাযিয়াত:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

এবং বললঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।

ব্যাখ্যা:

ফিরআউন নিজের রাজত্ব ও ক্ষমতা দেখে এতটাই গর্বিত হয়েছিল যে নিজেকেই আল্লাহ দাবি করে বসে। এই সীমাহীন অহংকারের ফলে আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন এবং আখিরাতেও তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

7.3 কারুনের অহংকার – ধন-সম্পদের গর্ব

আয়াত:

f."

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।সূরা আল-কাসাস: ৭৮

ব্যাখ্যা:

কারুন ছিল অতিশয় ধনী। সে ভাবত তার ধন-সম্পদ তার নিজের যোগ্যতায় অর্জিত। সে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করত না এবং দরিদ্রদের তুচ্ছ জ্ঞান করত। ফলে আল্লাহ তাকে সম্পদসহ জমিনে ধসিয়ে দেন।

7.4 নামরূদের অহংকার – আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

আয়াত:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইব্রাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যাক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইব্রাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইব্রাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সুর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। সূরা আল-বাকারা:২৫৮

ব্যাখ্যা:

নামরূদ নিজেকে এত বড় শাসক মনে করত যে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল এবং নবী ইবরাহিম (আ.)-এর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়। এই অহংকারই তাকে ধ্বংস করে।

কুরআনে আল্লাহ অহংকারীদের ধ্বংসের ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।~9

- ইবলিসের অহংকার তাকে চিরস্থায়ী লানতপ্রাপ্ত করেছে।
- ফিরআউনের অহংকার তাকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়েছে।
- কারুন ও নামরূদের অহংকার তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

— সূরা নাহল: ২৩

8th chapter

অহংকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু জাতির উদাহরণ soho ইসলামে তাকাব্বুরের শাস্তি ও সতর্কতা:

কুরআনে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকাব্বুরকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"
— (সূরা নাহল, আয়াত ২৩)
রাসূল (সা.) বলেন:
যার অন্তরে সরিষা দানার সমপরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
অহংকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু জাতির উদাহরণ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাতির নাম, তাদের অহংকারের ধরণ, ও ধ্বংসের পরিণতি :

নিচে কুরআনের আলোকে অহংকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু জাতির উদাহরণ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো এতে প্রতিটি জাতির ইতিহাস, তাদের অহংকারের প্রকৃতি, আল্লাহর হুশিয়ারি, এবং পরিণতি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

১. আদ জাতি

নবী: হূদ (আলাইহিস সালাম)
অবস্থান: আজকের ইয়েমেনের 'আহকাফ' অঞ্চল
তাদের অহংকার:

• তারা দেহে ও দুনিয়াবি শক্তিতে ছিল প্রবল, বিশাল আকৃতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাহাড় কেটে

ঘর বানাতো।

• তারা বলত,আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?

— সূরা ফুসসিলাত: ১৫

• তারা নবী হূদ (আ.)-এর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে,

“তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র।”

পরিণতি:

আল্লাহ ৮ দিন ৭ রাত ধরে ভয়ংকর এক ধ্বংসাত্মক ঝড় প্রেরণ করেন। এই ঝড়ে পুরো জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।সেই ঝড় তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করল যেন তারা কখনো ছিলই না।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কান্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে।

فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ

আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি?

সূরা হাক্কাহ: ৭–৮

২. সামূদ জাতি

নবী: সালেহ (আলাইহিস সালাম)

অবস্থান: আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল

তাদের অহংকার:

• তারা বলত, “আমরা শক্তিশালী, পাহাড় কেটে ঘর বানাই।”

• তারা অলৌকিক উটনীর মতো আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা বলে উটনীর পা কেটে ফেলে।

আল্লাহ বলেন:;তারা দুনিয়ায় অহংকার করল এবং বলল, আমরা কি তোমাদের মতো একজন মানুষের অনুসরণ করব?

ﹷتَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِر

যা চলত আমার দৃষ্টি সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যখ্যান করা হয়েছিল।

সূরা ক্বমার: ২৪

পরিণতি:

• আল্লাহ তাদের উপর বজ্রসহ প্রলয়কারী শব্দ ও ভূমিকম্প পাঠান। পুরো জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ

অতঃপর সমুদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা।

তাদেরকে এক প্রবল শব্দ ধ্বংস করে দিল।

— সূরা হাক্কাহ: ৫

৩. ফিরআউন ও তার কওম

নবী: মূসা (আলাইহিস সালাম)

অবস্থান: মিশর

তাদের অহংকার:

• ফিরআউন নিজেকে “রব্বুল আ’লা” (সর্বোচ্চ প্রভু) বলে দাবি করেছিল।

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

এবং বললঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা

— সূরা নাযিয়াত: ২৪

- সে মূসা (আ.)-এর সকল নিদর্শন ও মুজিযা প্রত্যাখ্যান করেছিল।
- বনি ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে তীব্র অত্যাচার চালাত।

পরিণতি:

আল্লাহ তাকে ও তার সৈন্যবাহিনীকে নীল নদে ডুবিয়ে মারেন।
অতঃপর আমি তাদেরকে সাগরে নিমজ্জিত করলাম, কারণ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

সুতরাং আমি তাদের কাছে থেকে বদলা নিয়ে নিলাম-বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল।সূরা আ'রাফ: ১৩৬

৪. কারুন

নবী: মূসা (আ.)-এর সময়ের ধনী ব্যক্তি
অবস্থান: মিশর
তার অহংকার:
• সে বলত:আমার জ্ঞানের ফলে আমি এই সম্পদ পেয়েছি

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।— সূরা কাসাস: ৭৮

• সে দরিদ্রদের অবহেলা করত, নিজের ধনে গর্ব করত।

পরিণতি:
আল্লাহ তাকে এবং তার সম্পদসহ জমিনে ধসিয়ে দেন।অতঃপর আমি তাকে ও তার ঘরবাড়িকে জমিনে ধসিয়ে দিলাম।

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ

অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না।— সূরা কাসাস: ৮১

৫. লুত (আ.)-এর কওম
নবী: লুত (আ.)

অবস্থান: মৃত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল

তাদের অহংকার:

- তারা প্রকাশ্যভাবে সমকামীতা করত ও নিজেদের পাপ নিয়ে গর্ব করত।
- তারা নবীকে ও আল্লাহর হুকুমকে অবজ্ঞা করত।

পরিণতি:

আল্লাহ তাদের শহর উল্টে দেন এবং উপর থেকে পাথর বর্ষণ করেন।আমরা তাদের শহরকে উল্টে দিয়েছিলাম এবং পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্থর বর্ষণ করলাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ

নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

— সূরা হিজর: ৭৪–৭৫

:

এইসব জাতির পতনের মূল কারণ ছিল – অহংকার, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং নবীদের

অমান্যতা।আজকের আমাদের সমাজে যদি এই গুণগুলো দেখা যায়, তবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তাআলা বলেন:আর তোমরা পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়িও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারকারী ও দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

— সূরা লুকমান: ১৮

অধ্যায় 9 অহংকারের পার্থিব ও আখিরাতগত পরিণাম

ইসলাম অহংকারকে কেবল একটি চারিত্রিক ত্রুটি হিসেবে নয়, বরং একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে অহংকারের প্রভাব শুধু দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়—এটি আখিরাতেও ভয়াবহ শাস্তির কারণ হতে পারে।

9.1 পার্থিব (দুনিয়াবি) পরিণাম

(ক) সমাজে বিভাজন সৃষ্টি

অহংকারী ব্যক্তি অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে, ফলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ বলেন:

> "আল্লাহ অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান: ১৮)

(খ) আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া

অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকে। তার দুআ কবুল হয় না।

রাসূল (সা.) বলেন:

> "আল্লাহ বলেন: গর্ব আমার চাদর এবং মহিমা আমার আবরণ; যে ব্যক্তি এ দুটির কোনো একটিতে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" (মুসলিম: ২৬২০)

(গ) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি

অহংকারী ব্যক্তি পরামর্শ গ্রহণে অক্ষম, ফলে সে ভুল পথে চলে যায়।

ফেরাউন, কারুন, ইবলীস – তাদের অহংকারই তাদের ধ্বংস করেছে।

9.2 আখিরাতের (পরকালীন) শাস্তি

(ক) জান্নাতে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হওয়া

রাসূল (সা.) বলেন:

"যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম: ৯১)

(খ) কিয়ামতের দিনে অপমানজনক অবস্থা

নবী (সা.) বলেন:

"কিয়ামতের দিন অহংকারীরা পিঁপড়ার মত ছোট করে উঠানো হবে। তাদেরকে সবদিক থেকে লাঞ্ছনা ঘিরে রাখবে।" (তিরমিযী: ২৪৯২)

(গ) জাহান্নামে শাস্তি

অহংকারকে কুরআনে জাহান্নামের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফেরাউন ও তার অনুসারীদের মতো অহংকারী সম্প্রদায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে—এ কথা আল্লাহ কুরআনে বারবার বলেছেন।

9.3 আত্মার পরিশুদ্ধির অন্তরায়

অহংকার আত্মশুদ্ধির প্রধান বাধা।

যে ব্যক্তি নিজের ভুল বুঝতে পারে না, সে কখনোই তওবা করে না।

তাই ইসলাম আত্মবিশ্লেষণ ও বিনয়ের মাধ্যমে আত্মাকে সংশোধনের নির্দেশ দেয়।

অহংকার মানুষকে সমাজে ঘৃণিত ও আখিরাতে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। দুনিয়াতে তার মান-ইজ্জত নষ্ট হয় এবং আখিরাতে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়। ইসলাম অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মসমালোচনা, বিনয়, ও আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করার ওপর জোর দেয়।

অধ্যায় 10 ইসলামে অহংকার থেকে মুক্তির পথ(আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা)

ইসলাম অহংকারকে এমন একটি অন্তর্নিহিত ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা ধীরে ধীরে মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু ইসলাম একই সঙ্গে এ ব্যাধি থেকে মুক্তির পথও নির্দেশ করেছে—আত্মবিশ্লেষণ, বিনয় ও তওবার মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে।

10.1 বিনয় বা নম্রতা অবলম্বন করা

অহংকারের সবচেয়ে বড় ও কার্যকর প্রতিষেধক হলো বিনয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ছিলেন বিনয়ের সর্বোচ্চ উদাহরণ।

তিনি বলেন:

> "আল্লাহ যার জন্য বিনয় সৃষ্টি করেন, তাকে তিনি মর্যাদায় উন্নীত করেন।" (মুসলিম: ২৫৮৮)

10.2 আল্লাহর গুণাবলি স্মরণ

অহংকারের মূল কারণ হলো নিজেকে বড় মনে করা। অথচ আসল শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহরই।

আল্লাহ বলেন:

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

"সকল গৌরব ও মহিমা আল্লাহর জন্য।" (সূরা জাসিয়া: ৩৭)

সব নিয়ামত আল্লাহর দান—এই বিশ্বাস অন্তরে রাখলে অহংকার জন্ম নিতে পারে না।

10.3 আত্মবিশ্লেষণ (মুহাসাবা)

প্রতিদিন নিজের কর্ম ও অন্তরের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা উচিত:
“আমি কি অন্যকে ছোট মনে করছি?”, “আমি কি নিজের কৃতিত্বে গর্বিত হচ্ছি?”

হযরত উমর (রা.) বলেছেন:

> “নিজের হিসাব নিজেই নাও, যাতে তোমার হিসাব কিয়ামতের দিনে সহজ হয়।”

10.4 দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশা

অহংকার দূর করতে রাসূল (সা.) সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন, তাদের পাশে বসতেন, খেতেন।

আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সাহায্য ও সহমর্মিতা করা।

10.5 অহংকারের বিপরীতে দান ও ইবাদত বৃদ্ধি করা

নিজের দুনিয়াবি অবস্থান বা অর্জন নিয়ে অহংকার এলে, তার বিপরীতে গোপনে দান করা ও নফল ইবাদত করা উচিত।

আল্লাহর সামনে সেজদায় পড়ে নিজের গর্ব ভেঙে ফেলাই আত্মার চিকিৎসা।

10.6 অহংকারী চরিত্রগুলোর পরিণাম নিয়ে চিন্তা করা

ইবলীস, ফেরাউন, কারুন – তাদের ধ্বংসের পেছনে ছিল অহংকার।

তাদের কাহিনি থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষকে নম্র ও বিনয়ী হওয়ার প্রেরণা নিতে হবে।

10.7 দোআ ও ইস্তেগফার করা

অহংকার থেকে মুক্তির জন্য দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে:

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে অহংকার থেকে পবিত্র রাখুন। আমাকে বিনয়ী বানান।"

ইসলাম অহংকার থেকে আত্মাকে মুক্ত করতে নির্দেশ দেয় আত্মশুদ্ধি, বিনয়, আত্মবিশ্লেষণ, দান ও আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতার মাধ্যমে। একজন প্রকৃত মুমিন সবসময় জানে—যা কিছু তার আছে, তা আল্লাহর দান, এবং সে শুধুই একজন বান্দা।

অধ্যায় 11 ইতিহাস ও সমসাময়িক সমাজে অহংকারের প্রভাব

ইতিহাসে অহংকার বহু জাতি, ব্যক্তি ও সভ্যতার পতনের কারণ হয়েছে। ইসলাম এই অহংকারকে শুধু একটি চারিত্রিক ব্যাধি হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবেও দেখেছে। অহংকার শুধু ব্যক্তিকে নয়—সমগ্র সমাজ ও জাতিকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

11.1 কুরআনে বর্ণিত অহংকারী জাতি ও ব্যক্তিত্ব

(ক) ফেরাউন

নিজেকে "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু" বলে দাবি করে (সূরা নাযিয়াত: ২৪)।

তার অহংকারই ছিল ধ্বংসের মূল কারণ—আল্লাহ তাকে সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন।

(খ) কারুন

সম্পদের গর্বে অন্ধ হয়ে বলেছিল: "আমি নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করেছি" (সূরা কাসাস: ৭৮)।

ফলে আল্লাহ তাকে ও তার ধনভাণ্ডারকে জমিনে ধসিয়ে দেন।

(গ) আদ ও সামুদ জাতি

তারা বলত: "আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?" (সূরা ফুসসিলাত: ১৫)।

তাদের অহংকারই তাদের ওপর আজাব নেমে আসার কারণ হয়।

11.2 ইসলামের ইতিহাসে অহংকার ও বিনয়ের উদাহরণ

(ক) অহংকারের পরিণতি: আবু জাহল ও আবু লাহাব

নবী (সা.)-এর দাওয়াত অস্বীকার করে নিজেদের বংশ ও মর্যাদার গর্বে অন্ধ ছিল।

পরিণামে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অভিশপ্ত হয়।

(খ) বিনয়ের মর্যাদা: হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.)

উমর (রা.) একবার জুমার খুতবায় নিজের ভুল স্বীকার করে বলেন:

> "আমি ভুল করেছি, এক নারী সঠিক বলেছে।"

এটাই ছিল সত্য গ্রহণের বিনয়, যা অহংকারের বিপরীতে ইসলামের চেতনা।

11.3 সমসাময়িক সমাজে অহংকারের প্রভাব

(ক) রাজনৈতিক নেতৃত্বে অহংকার

অনেক নেতাই ক্ষমতার গর্বে জনগণকে অবজ্ঞা করেন, যা সমাজে বিদ্বেষ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে।

ইসলাম এ ধরনের নেতৃত্বকে "জালিম" আখ্যায়িত করে।

(খ) শিক্ষিত শ্রেণির আত্মগর্ব

অনেক সময় শিক্ষিত সমাজ নিজেকে “বাকি সবার ওপরে” ভাবতে শুরু করে, যা বাকিদের প্রতি তাচ্ছিল্য তৈরি করে।

অথচ প্রকৃত জ্ঞানী বিনয়ী হয়।

(গ) সামাজিক মিডিয়া ও আত্মপ্রচারের প্রবণতা

আজকের যুগে নিজেকে বড় করে উপস্থাপন করাকে “সফলতা” ভাবা হয়।

এ থেকে অহংকার ও আত্মপ্রশংসার প্রবণতা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

11.4 ইসলামি সমাধান ও দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম সমাজের প্রতিটি স্তরে বিনয়, সহমর্মিতা ও আত্মসমালোচনার শিক্ষা দেয়।

নবী (সা.) বলেন:

> "যে ব্যক্তি বিনয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন।" (মুসলিম)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—অহংকার ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস করে। ইসলাম অহংকারকে শুধু ব্যক্তি নয়, সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখে এবং সে অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। সমসাময়িক সমাজেও এই শিক্ষা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

12. তাকাব্বুরের বিপরীত গুণ: বিনয় (তাওয়াজু

ইসলামে বিনয় একটি প্রশংসনীয় গুণ। নবী (সা.) নিজেই ছিলেন বিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
রাসূল (সা.) বলেছেন:যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দেন।
— (মুসলিম)

তাকাব্বুর বা অহংকার মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্বংসের কারণ। ইসলামে এটি হারাম এবং ঈমানের বিরোধী। একজন প্রকৃত মুমিন নম্র, বিনয়ী এবং নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকে।

অধ্যায় 13 উপসংহার

অহংকার এমন একটি আত্মিক ব্যাধি, যা কেবল ব্যক্তিকে নয়—সমাজ, সভ্যতা ও পুরো জাতিকেই ধ্বংস করতে পারে। ইসলাম অহংকারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং কুরআন ও হাদীসে অহংকারী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এর ভয়াবহ পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছে।

এই গবেষণায় আমরা দেখতে পেয়েছি:

অহংকারের উৎস হতে পারে সম্পদ, বিদ্যা, বংশগৌরব, সৌন্দর্য বা ধর্মীয় ইবাদত। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী অহংকারের পার্থিব ও আখিরাতগত শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। ইসলামে অহংকার থেকে মুক্তি পেতে আত্মবিশ্লেষণ, বিনয়, গরিবের সঙ্গে মিশা, আল্লাহর গুণাবলি স্মরণ ও দোয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।ইতিহাস ও আধুনিক সমাজে অহংকারের বাস্তব উদাহরণ ও পরিণতি অত্যন্ত শিক্ষনীয়।

Chapter 14

14. সুপারিশমালা

(১) শিক্ষার পাঠ্যক্রমে চারিত্রিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্তি

বিনয়, সহানুভূতি, আত্মসমালোচনার গুরুত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুলে ধরতে হবে।

(২) আত্মশুদ্ধির কর্মসূচি চালু করা

মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামি সংগঠনের মাধ্যমে অহংকার থেকে আত্মশুদ্ধির ওয়াজ, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

(৩) সামাজিক মাধ্যমের সচেতন ব্যবহার অহংকারমূলক আত্মপ্রচারের বদলে মানুষকে বিনয়ী, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল থাকতে উৎসাহিত করা।

(৪) অহংকারবিরোধী ইসলামি সাহিত্য পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি

ইমাম গাযযালী, ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের অহংকার-বিষয়ক লেখা পাঠ ও আলোচনা করা।

(৫) ব্যক্তি পর্যায়ে 'মুহাসাবা' চর্চা

প্রতিদিনের কাজের পর অন্তর চেক করা—"আমি কি অহংকারী হয়ে যাচ্ছি?"

6. Quran o sunnar aloke jibon japon e ovvosto howa.

ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রতিটি দিকের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। অহংকার থেকে মুক্তি পেয়ে যদি মানুষ বিনয় ও আল্লাহভীতি অর্জন করে, তবে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

Reference:

1. https://www.alkawsar.com/bn/article/2150/

2.https://ihadis.com/search?

3. http://www.quraanshareef.org

4.অন্তর বিধ্বংসী বিষয়সমূহ: অহংকার(মুহাম্মাদ সাললহ আল-মুনাবিদ)

5. "**হিংসা ও অহংকার**" হচ্ছে ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

6. IslamHouse.com » All Languages

7.On-Arrogance-and-Humility-by-Imam-Birgivi_250428_183521.pdf